যুগান্তর

তারিখ ... 29 OCT 2007 ...

পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

বিদেশে অননুমোদিত অবস্থান

চাকরি হারাচ্ছেন ১৮ ঢাবি শিক্ষক ১৪ কর্মকর্তাকে শোকজ

মুসতাক আহমদ

তথ্য গোপনের দায়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৪ কর্মকর্তাকে শোকজ করছে কর্তৃপক্ষ। এছাড়া বিদেশে অননুমোদিতভাবে অবস্থানকারী ১৮ শিক্ষককে চাকরিচ্যুত করা হচ্ছে। সিন্ডিকেটের এক সভায় এ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়। শিক্ষকদের চাকরি পরিসমাপ্তির লক্ষ্যে শিগগিরই স্ট্যান্ডিং কমিটির সভা ডাকা হবে। এজন্য কর্তৃপক্ষ শোকজ করা শিক্ষকদের জবাবের অপেক্ষায় রয়েছে। তবে রোববারও সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের শোকজ নোটিশ দেয়া হয়নি। সিন্ডিকেটের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী রেজিস্ট্রার এ শোকজ করবেন। যেসব কর্মকর্তাকে শোকজ করা হচ্ছে তারা সবাই প্রশাসন-১ শাখায় কর্মরত আছেন। এদের বিরুদ্ধে বিদেশে অননুমোদিতভাবে অবস্থানকারী শিক্ষকদের ব্যাপারে কর্তৃপক্ষের কাছে তথ্য গোপন, নোটিশদানে অনিয়ম, স্বজনপ্রীতি ও দুর্নীতির অভিযোগ রয়েছে। অভিযোগের মধ্যে রয়েছে— শোকজে দু'মাস উল্লেখ করার কথা থাকলেও কারও ক্ষেত্রে 'অনতিবিলম্বে' আবার কারও ক্ষেত্রে 'এক মাসের মধ্যে' উল্লেখ রয়েছে। আবার অনেকে শোকজ নোটিশ না পাওয়ায় তাদের নোটিশ পাঠানো হয়েছে কিনা সে ব্যাপারে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া উপাচার্য স্বয়ং তথ্য চাওয়া সত্ত্বেও তার কাছে তথ্য গোপন করা হয়।

যাদের শোকজ করা হবে তারা হলেন— আহমেদ আলী সিকদার (উপ-রেজিস্ট্রার), রনিজউদ্দিন (সহকারী রেজিস্ট্রার), আবু তাহের (সহকারী রেজিস্ট্রার), আবদুল মান্নান (সহকারী রেজিস্ট্রার), সারোয়ার হোসেন (প্রধান সহকারী), মোখলেসুর রহমান (শাখা অফিসার), মনির হোসেন (প্রধান সহকারী), আবু তাহের (প্রধান সহকারী), দেলোয়ার হোসেন (প্রধান সহকারী), সিরাজুল হক (প্রধান সহকারী), মিসরাত জাহান (প্রধান সহকারী), খুরশিদা বেগম কবিতা (উচ্চমান সহকারী) এবং আসাদুল জলিল (মুদ্রাক্ষরিক)।

অভিযোগ রয়েছে, বিদেশে উচ্চশিক্ষার গমনকারী শিক্ষকদের ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট শাখা প্রায় সময়ই তথ্য গোপন করে অননুমোদিতভাবে অবস্থানে সহায়তা করে থাকে। এর বিনিময়ে বিভিন্ন ধরনের সুবিধা নেয়ার অভিযোগও রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। দুর্নীতিবাজ ওইসব কর্মকর্তা-কর্মচারীর সহযোগিতায় এসব শিক্ষক বছরের পর বছর ধরে অবৈধভাবে বিদেশে অবস্থান করেন।

২৬ শিক্ষকের বিদেশে অবস্থান এবং এদের

চাকরি : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ৪

চাকরি : হারাচ্ছেন

(৩য় পৃষ্ঠার পর)

প্রশাসন-১ শাখার এই গোপন সহযোগিতা সম্পর্কে জানুয়ারি ও জুলাই মাসে যুগান্তরে প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। মূলত এ ২৬ শিক্ষককে শোকজ নোটিশ দেয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছিল জানুয়ারি মাসে। কিন্তু সংশ্লিষ্ট শাখা এভাবেই বিষয়টি হিমাগারে পাঠানোর চেষ্টা করে। পরে যুগান্তরের খবরের পরিপ্রেক্ষিতে এ ব্যাপারে স্বয়ং উপাচার্য, উপ-উপাচার্য, কোষাধ্যক্ষ এবং রেজিস্ট্রার পর্যন্ত চেয়েও পূর্ণাঙ্গ চিত্র পাননি। উপরন্তু বিভিন্ন অজুহাতে তথ্য দেয়া থেকেও বিরত থাকে। চলতি মাসে যুগান্তরে এ নিয়েও আরেকটি সংবাদ প্রকাশিত হয়।

এরপর উপাচার্য এ বিষয়ে সংশ্লিষ্টদের একটি ফাইল তৈরির নির্দেশ দেন। এরই পরিপ্রেক্ষিতে ৯ অক্টোবর একটি ফাইল তৈরি করে হাজির করা হয়। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ চিত্র তাতে না থাকায় ফেরত পাঠানো হয়। ১৩ দিন পর ২২ অক্টোবর ফাইলটি একইভাবে উপাচার্যের কাছে হাজির করা হয়। এতে উপাচার্য নাখোশ হন। পরে উপাচার্যের কার্যালয়ে প্রশাসন-১ শাখার কর্মকর্তাদের নিয়ে উপাচার্য বৈঠকে মিলিত হন। সূত্র জানায়, উপাচার্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের কঠোর ভাষায় সতর্ক করে দেন এবং এ বিষয়ে পূর্ণাঙ্গ তথ্যচিত্র উপস্থাপনে পুনরায় নির্দেশ দেন। প্রসঙ্গত, ২৬ জনের মধ্যে ১ জন কাজে যোগদান করেছেন এবং ১ জনের ছুটি বেড়েছে। ৬ জন পদত্যাগ করেছেন। বাকি ১৮ জন এখনও অননুমোদিতভাবেই বিদেশে আছেন। সূত্র জানায়, শনিবার সার্বিক বিষয়ে সিন্ডিকেটের সভায় আলোচনা শেষে ১৮ শিক্ষকের চাকরি পরিসমাপ্তি এবং ১৪ কর্মকর্তাকে শোকজের সিদ্ধান্ত হয়। এদের মধ্যে আবার ১০ জনকে এক মাসের সময় দিয়ে শোকজ করা হবে। এই দশজন হলেন— রোকেয়া বেগম (সমাজকল্যাণ), আবুজার কবীর (ফলিত রসায়ন), সাজ্জাদ হায়দার (ফলিত পদার্থ), নাদিয়া তানভীর চৌধুরী (অর্থনীতি), অধ্যাপক আনিসুর রহমান (একাউন্টিং), অভিজিত বড়ুয়া (আইবিএ), ড. আবুল কালাম (আন্তর্জাতিক সম্পর্ক), শাহেদ ইমাম (একাউন্টিং), ইকবাল আহমেদ সৈয়দ (অর্থনীতি) এবং ওমর ফারুক (ফিন্যান্স)। একাউন্টিংয়ের মোঃ ইমতিয়াজের ছুটি বেড়েছে। রাষ্ট্রবিজ্ঞানের জাহিদ হাসান চৌধুরী ছুটির দরখাস্ত করেছেন।

কোষাধ্যক্ষ অধ্যাপক সৈয়দ আবুল কালাম আজাদ বলেন, নিয়মানুযায়ী ছুটি যতদিন ভোগ করবে, সমপরিমাণ দিন পুনরায় চাকরির পর সংশ্লিষ্টরা পদত্যাগের আবেদন করতে পারবে।